

ইকুইটিভিত্তিক অর্থায়নের গুরুত্ব : সমকালীন প্রেক্ষাপটে একটি বিশ্লেষণ

Importance of Equity Based Financing: An analysis in a Contemporary Context

Md Sana Ullah*

ABSTRACT

At present two types of banking system exist. The first is the interest-based conventional banking system, the second is the Shariah-based Islamic banking system. In these two types of banking system, two different types of financing methods are practiced based on their respective basic principles. The former follows and practices the loan-based interest-oriented financing system and the latter follows the loan-free interest-free financing system. There are three types of Shariah-approved financing methods practiced in the Islamic banking system; a. purchase and sale-based financing method; b. partnership in profit and loss- or equity-based financing method and c. lease or rent-based financing method. This article has analyzed the nature of equity-based financing system in Islamic finance, and the purpose of this article is to highlight the relative supremacy of equity-based financing system for profit and loss. The article has been prepared in line with analytical and descriptive methods. From the article it has been established that equity-based financing model is one of the most effective financing systems in iqtisad. Equity-based financing model may play a leading role in establishing a debt-free interest-free financing system.

Keywords: Musharaka; Mudaraba; Equity based Financing; Loan-based Financing; Interest-based Financing

সারসংক্ষেপ

বর্তমানে দু-ধরনের ব্যাংকব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। প্রথমত সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থা, দ্বিতীয়ত শরীআহ্‌ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা। এই দু-ধরনের ব্যাংকব্যবস্থায় মৌলিক নীতিমালার ভিত্তিতে দু-ধরনের অর্থায়ন পদ্ধতি অনুশীলিত হয়। প্রচলিত

সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থা ‘ঋণনির্ভর সুদভিত্তিক অর্থায়ন পদ্ধতি’ এবং শরীআহ্‌ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা ‘ঋণমুক্ত সুদবিহীন অর্থায়ন পদ্ধতি’ অনুসরণ ও অনুশীলন করে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় শরীআহ্‌ অনুমোদিত তিন ধরনের অর্থায়নপদ্ধতি বিদ্যমান : ক) ক্রয়-বিক্রয় ভিত্তিক অর্থায়ন পদ্ধতি, খ) লাভ-লোকসানে অংশীদারত্ব বা ইকুইটিভিত্তিক অর্থায়ন পদ্ধতি, এবং গ) ইজারা বা ভাড়াভিত্তিক অর্থায়নপদ্ধতি। এ প্রবন্ধে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ইকুইটিভিত্তিক অর্থায়ন পদ্ধতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং লাভ-লোকসানে অংশীদারত্ব বা ইকুইটিভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থার তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রবন্ধটি মূলত বর্ণনা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে রচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইকুইটিভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থা ইসলামী অর্থনীতির সবচেয়ে কার্যকরী অর্থায়ন পদ্ধতির একটি। ঋণমুক্ত-সুদবিহীন অর্থায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে ইকুইটিভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

মূলশব্দ : মুশারাকা, মুদারাবা, ইকুইটিভিত্তিক অর্থায়ন, ঋণনির্ভর অর্থায়ন, সুদমুক্ত অর্থায়ন।

ভূমিকা

১৯৬০ এর দশক থেকে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা তার অস্তিত্বের ঘোষণা দিয়ে সমগ্র দুনিয়াতে ইসলামী শরীআহ্‌র নীতিমালা অনুসরণ করে শরীআহ্‌ভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থা পরিচালনা করে যাচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণের মাধ্যমে শরীআহ্‌ভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থা একটি উন্নততর এবং টেকসই ব্যাংকব্যবস্থা হিসেবে আধুনিক বিশ্বের মুসলিম ও অমুসলিম অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। একইসঙ্গে শরীআহ্‌ভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থা অর্থায়নের ক্ষেত্রে সম্পদভিত্তিক (Asset-based) অর্থায়ন ব্যবস্থা অনুসরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যাংকিং জগতে উন্নততর, টেকসই এবং ফলাফলের বিচারে আকর্ষণীয় একটি অবস্থান তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে। ফলে শরীআহ্‌ভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার প্রতি বিশ্ব সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত ও আগ্রহী করে তুলতে কৃতিত্বের সঙ্গে সফল হয়েছে। কিন্তু ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্য ‘লাভ-লোকসানে অংশীদারত্বের’ ওপর ভিত্তিশীল অর্থায়নের ক্ষেত্রে শরীআহ্‌ভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থা তেমন কোন অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি এবং ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠতম সৌন্দর্য বিশ্ববাসীকে দেখাতে সক্ষম হয়নি। এ প্রবন্ধে ‘লাভ-লোকসানে অংশীদারত্বের’ বা ‘ইকুইটিভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থার’ পরিচয়, প্রয়োজনীয়তা, বিস্তৃতি, আবশ্যিকতা, সুফল, ঝুঁকি ও উত্তরণের উপায় এবং বিশ্বব্যাপী এ ব্যবস্থার প্রতি বিশেষজ্ঞদের আগ্রহ এবং মানব জাতির অর্থনৈতিক কল্যাণসাধনে এ ব্যবস্থার আবশ্যিকতা আলোচিত হয়েছে।

ইকুইটিভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থার পরিচয়

আধুনিক পরিভাষায় ইকুইটি ফিনান্স হল, সাধারণ বিনিয়োগকারী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করে নতুন মূলধন সংগ্রহের একটি

* Md Sana Ullah is an M.Phil Researcher, University of Dhaka, Bangladesh. email: msanaullah.1971@gmail.com

পদ্ধতি। যারা শেয়ার কিনে তাদের কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার বলা হয়। ইক্যুইটি ফিন্যান্স এর পরিচয়ে Caroline Banton বলেন,

Equity financing is the process of raising capital through the sale of shares. Companies raise money because they might have a short-term need to pay bills or they might have a long-term goal and require funds to invest in their growth. By selling shares, they sell ownership in their company in return for cash, like stock financing. কোম্পানিতে কোন প্রকার মালিকানার বিনিময়ে তহবিল প্রদান করাকে ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়ন হিসেবে গণ্য করা হয়। কোনো কোম্পানির মূলধনের প্রয়োজন হলে তখন তারা তাদের শেয়ার বিক্রি করে নতুন মূলধন সংগ্রহ করে এবং যারা শেয়ার ক্রয় করে মূলধনের যোগান দেয় তারা কোম্পানিতে মালিকানা স্বত্ব অর্জন করে (Banton 2020)।

Keily Kuligowski ইক্যুইটি ফিন্যান্স-এর পরিচয়ে বলেন,

Equity financing means selling a stake in your company to investors who hope to share in the future profits of your business. কোনো ব্যবসায় অংশীদার হতে আগ্রহী বিনিয়োগকারীদের কাছে শেয়ার বিক্রি করাকে ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়ন বলা হয় (Kuligowski 2019)।

কোম্পানিতে কোন প্রকার মালিকানার বিনিময়ে যে তহবিল প্রদান করা হয় তাকে Equity Capital বা শেয়ার মূলধন বলা হয়।

উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, পুঁজি বাজারের (Stock Market) মাধ্যমে শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহকে বর্তমান ঋণনির্ভর সুদভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থায় ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়ন বলে গণ্য করা হয়।

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় অর্থায়ন পদ্ধতি

শরীআহ্‌ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় অর্থায়ন এর ক্ষেত্রে তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ ও অনুশীলন করে :

- ক. বাই বা ক্রয়-বিক্রয় ভিত্তিক অর্থায়ন পদ্ধতি (Bai Based Financing System)
- খ. মুশারাকাহ এবং মুদারাবা বা লাভ-লোকসানে অংশীদারত্বের বা ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়ন পদ্ধতি (Profit and Loss Sharing Financing System বা Equity Based Financing System) এবং
- গ. ইজারা বা ভাড়াভিত্তিক অর্থায়ন পদ্ধতি (leased based financing)

ইসলামী শরীআহ্‌র আলোকে ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থা

প্রচলিত ঋণনির্ভর সুদভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থায় ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়নের মাধ্যমে লাভ-লোকসানে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে সরাসরি ব্যবসায় অংশগ্রহণ করার পদ্ধতিগত

(PLS System) কোনো সুযোগ নেই। একমাত্র ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতিতে লাভ-লোকসানে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে (PLS System) সরাসরি ব্যবসায় অংশগ্রহণ করার পদ্ধতিগত (Method) সুযোগ রয়েছে। সুতরাং ইক্যুইটিভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থার ধারণা ও রূপরেখা এবং অর্থায়ন পদ্ধতির জ্ঞান অর্জনে ও তা অনুশীলনের পদ্ধতি জানতে আমাদেরকে যেতে হবে ইসলামী শরীআহ্‌ ভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থা ‘মুদারাবা’ এবং ‘মুশারাকা’ ভিত্তিক অর্থায়ন পদ্ধতির নিকট, যাকে ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়ন পদ্ধতি বলা হয়। অতএব, ইসলামী শরীআহ্‌র আলোকে ইক্যুইটিভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থা এবং অর্থায়ন পদ্ধতিসমূহের পরিচয় উপস্থাপন অত্যন্ত জরুরী।

মুদারাবা পদ্ধতির পরিচয়

মুদারাবা এমন একটি যৌথ কারবার যেখানে ২টি পক্ষ থাকে। ১ পক্ষ মূলধন সরবরাহকারী, অন্য পক্ষ উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ী। একটি চুক্তির মাধ্যমে কারবারটি সংগঠিত হয়, যাতে ব্যবসা থেকে অর্জিত মুনাফায় কে কতভাগ লাভ পাবে তা সুনির্ধারিত থাকে। লাভের কোনো নির্দিষ্ট অংক কারো জন্য নির্ধারণ করা যায় না; বরং সম্ভাব্য মুনাফার শতকরা হার নির্ধারিত থাকবে। যেমন মূলধন দাতা ৫০%, ব্যবসায়ী ৫০% অথবা এক পক্ষ ৬০% অন্য পক্ষ ৪০%। এভাবে উভয়ের সম্মতিতে যেকোনো পরিমাণ নির্ধারণ করা যেতে পারে। লাভের পরিমাণ কমবেশি যাই হোক তা উভয়ের মাঝে পূর্ব নির্ধারিত শতকরা হারে বণ্টিত হবে। আর যদি লোকসান হয় তবে অর্থদাতার টাকা যাবে আর ব্যবসায়ীর শ্রম বৃথা যাবে। ‘আল-হিদায়া’ গ্রন্থকার মুদারাবার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

المضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين والعمل من الجانب الآخر
মুদারাবা এমন এক অংশীদারী চুক্তি যেখানে একপক্ষ অর্থের যোগান দিবে, অপর পক্ষ শ্রম বিনিয়োগ করবে (Al-Marghīnānī 2000, 419)।

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) মুদারাবার সংজ্ঞায় বলেছে,

Mudaraba is a partnership in profit whereby one party provides capital and the other party provides labour. অর্থাৎ মুদারাবা হলো মুনাফায় অংশীদারত্ব, যেখানে এক পক্ষ মূলধন যোগান দেয় এবং অপর পক্ষ শ্রম প্রদান করে (AAOIFI 2002)।

মুদারাবার প্রাথমিক শরীআহ্‌ নীতিমালা

- মুদারাবা চুক্তি অনুসারে মুদারিব ব্যবসা পরিচালনা করবে।
- মুদারাবার মূলধন মুদা (Currency) অথবা স্থাবর সম্পদ (Tangible Asset) হতে পারে।
- চুক্তির সময়ই লভ্যাংশের হার (Profit Ratio) স্পষ্টভাবে উভয় পক্ষের জানা থাকতে হবে।
- মুনাফা নির্ধারণ করা হবে শতকরা (Percentage) হারে, সুনির্দিষ্ট অংকে নয়।

- উভয় পক্ষ যৌথভাবে মুনাফায় অংশীদার হবে। কোন এক জনের জন্য সম্পূর্ণ মুনাফা নির্ধারণ করা যাবে না।
- মুদারাবা ব্যবসায় লোকসান হলে এবং এর পিছনে মুদারিবের (কারবারির) সীমালংঘন বা শর্তের বরখেলার কারণ না হয় তবে তা রক্বুলমাল (পুঁজি বিনিয়োগকারী) বহন করবে (AAOIFI 2002)।

মুশারাকা পদ্ধতির পরিচয়

মুশারাকা একটি বহুল প্রচলিত ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতি। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে অংশীদার হওয়া। শরীআহর পরিভাষায় যে কারবারে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি লাভ-লোকসানের ঝুঁকি বহন করার শর্তে কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে কারবার পরিচালনা করেন তাকে মুশারাকা বলা হয়। একটি চুক্তিপত্রের মাধ্যমে এটি শুরু হবে এবং এতে লেখা থাকবে অংশীদারদের প্রদেয় মূলধনের পরিমাণ, দায়দায়িত্ব, প্রয়োজনে অধিক মূলধন সংগ্রহের প্রক্রিয়া, লভ্যাংশ বন্টনের হার ও প্রক্রিয়া, নতুন অংশীদার গ্রহণের শর্ত ইত্যাদি। অংশীদারি কারবারে দেনা পরিশোধের ক্ষেত্রে সব অংশীদারের দায়িত্ব সমান থাকে। সব সদস্য সম্মিলিতভাবে অথবা সবার পক্ষ থেকে একজন কারবার পরিচালনা করেন। নিচে মুশারাকার বহুল আলোচিত দুটি সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হলো :

ত্রয়োদশ হিজরি শতাব্দীতে উসমানী সালতানাতে তত্ত্বাবধানে রচিত হয় ‘মাজাল্লাতুল আহকামুল আদলিয়াহ’। উক্ত গ্রন্থের ১৩২৯ ধারায় মুশারাকার পরিচয়ে বলা হয়েছে,

অংশীদারী ব্যবসায়িক চুক্তি হল, দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মাঝে সংগঠিত একটি অংশীদারী ব্যবসায়িক চুক্তি, তা এভাবে হয় যে, পুঁজি ও মুনাফায় তারা যৌথভাবে অংশগ্রহণ করবে (Al-Atasī ND, 252)।

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) মুশারাকার সংজ্ঞায় বলেছে,

A form of partnership between the Islamic Bank and its clients whereby each party contributes to the capital of partnership in equal or verifying degrees to establish a new project or share in an existing one, and whereby each of the parties becomes an owner of the capital on a permanent or declining basis and shall have his due share of profits. হলো ইসলামী ব্যাংক এবং গ্রাহকের মধ্যে এক ধরনের অংশীদারি কারবার যেখানে মুশারাকা প্রত্যেক অংশীদার সমান বা ভিন্ন মাত্রায় কোন নতুন কিংবা প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পে মূলধন গঠনে অংশ নেয় এবং যেখানে প্রত্যেক অংশীদার স্থায়ী কিংবা ক্রম হ্রাসমান ভিত্তিতে মূলধনে মালিকানা লাভ করে এবং মুনাফায় প্রাপ্য অংশ পায় (AAOIFI 2002)।

মুশারাকার প্রাথমিক শরীআহ নীতিমালা

- দুই বা ততোধিক পক্ষের পারস্পরিক সম্মতিতে মুশারাকা চুক্তি সম্পন্ন করতে হয়। চুক্তিটি মৌখিক বা লিখিত হতে পারে;
- অমুসলিমদের সঙ্গেও মুশারাকা চুক্তি করা বৈধ;
- মুশারাকার মূলধন মুদ্রা (Currency) অথবা স্থাবর সম্পদ (Tangible Asset) হতে হবে;
- Conventional Bank গুলোর মধ্যে যারা শরীআহ পরিপালন করে, অর্থাৎ যেসব সুদী ব্যাংক ‘ইসলামী ব্যাংকিং উইভো’ পরিচালনা করে এমন ব্যাংকের সঙ্গে যৌথ অর্থায়ন (Syndicating Financing) এর ক্ষেত্রে মুশারাকায় অংশীদার (Partner) হওয়া বৈধ;
- মুশারাকা চুক্তি শুরু হওয়ার পূর্বেই লভ্যাংশের হার (Profit Sharing Ratio) নির্দিষ্ট করে নিতে হবে;
- মূলধনের আনুপাতিক হারে অংশীদারদের মাঝে লভ্যাংশ শতকরা (Percentage) হারে বন্টন করতে হবে। (AAOIFI 2002)

সুদ ও ইকুইটিভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থার পার্থক্য

ক. সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় অর্থযোগানদাতা তার বিনিয়োগকৃত অর্থের বিনিময়ে লাভ-ক্ষতি ব্যতিরেকে পূর্বনির্ধারিত হারে একটি অংশ পাবে। পক্ষান্তরে, ইকুইটিভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় বিনিয়োগকৃত অর্থের লভ্যাংশ একটি নির্দিষ্ট হারে বন্টন করা হয়।

খ. সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় বিনিয়োগকারী কোনো প্রকার ক্ষতির সম্মুখীন হয় না। পক্ষান্তরে ইকুইটিভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় ব্যবসা ক্ষতির সম্মুখীন হলে বিনিয়োগকারীরও ক্ষতি বহন করতে হয়।

গ. সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় যদি ঋণগ্রহীতা (debtor) কোন ধরনের লোকসানের সম্মুখীন হয় সেক্ষেত্রেও ঋণদাতা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ লভ্যাংশ দাবি করে। অপরদিকে ঋণগ্রহীতা যদি অনেক বেশি পরিমাণ লাভও করে তবুও ঋণদাতা একটি নির্ধারিত পরিমাণ লভ্যাংশ পাবে। সুতরাং উভয়দিক থেকেই সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার প্রতি অন্যায্যতার সুযোগ থেকেই যায়। পক্ষান্তরে ইকুইটিভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় একটি ব্যবসায়িক উদ্যোগ থেকে বেশি মুনাফা অর্জিত হলে সকল অংশীদার ন্যায্যতার ভিত্তিতে পূর্বনির্ধারিত হারে লভ্যাংশ পাবে।

ইকুইটিভিত্তিক অর্থায়নের প্রভাব

ইকুইটিভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থা ইসলামী অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইকুইটিভিত্তিক অর্থায়নের প্রভাবকে নিচের ৩টি দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা যায় :

- ক. ইসলামী ব্যাংক ও আমানতকারীদের উপর প্রভাব
- খ. অর্থায়নে গ্রাহকদের উপর প্রভাব
- গ. দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব

ক. ইসলামী ব্যাংক ও আমানতকারীদের উপর প্রভাব**ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থায় আমানতকারীগণ অধিকতর লাভবান হয়**

ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থায় ব্যবসার লভ্যাংশ উভয়ের বা সবার মাঝে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী বণ্টন করা হলেও লোকসান বণ্টন করা হয় মূলধনের সমানুপাতিক হারে। আর এক্ষেত্রে সবসময় আমানতকারীগণই বেশি উপকৃত হয়। যেমনটা আমরা ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর মুদারাবা সেভিংস একাউন্টের প্রযোজ্য নিয়মাবলি (Applicable Rules) অংশে দেখতে পাই। ব্যাংক মুদারাবা তহবিল গঠন করে প্রাপ্ত আয়ের কমপক্ষে শতকরা ৬৫ ভাগ মুদারাবা হিসাবধারীদের মধ্যে ওয়েটেজ ভিত্তিতে বণ্টন করে। বিনিয়োগ লোকসান হলে মুদারাবা হিসাবধারীগণ তা বহন করে (IBBL, 7)।

এ বিষয়ে তাকী উসমানী ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়নের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন,

In an equity-based banking the depositors are expected to gain much more than they are receiving today in the form of interest. ইক্যুইটিভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থায় আমানতকারীগণ অধিকতর লাভবান হবে বলে আশা করা যায় (Usmānī 1999)।

ব্যাংক ও আমানতকারীরা দেউলিয়াত্ব থেকে রক্ষা পায়

সুদ ভিত্তিক ব্যাংকগুলো সুদের করালগ্রাসের অন্তর্জালে বন্দী করে গ্রাহকদেরকে সর্বশাস্ত করে তুলতে পারে। আবার গ্রাহক সুদের কবলে জর্জরিত হয়ে দেউলিয়া হয়ে গেলে তার কাছ থেকে ব্যাংকের দেয়া ঋণ উদ্ধার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে যা ব্যাংক টিকে থাকার ক্ষেত্রে হুমকির কারণ হতে পারে। তখন ব্যাংক নিজেই দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে। ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থায় অংশীদারত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালিত হওয়ায় ব্যাংকের দেউলিয়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। সুতরাং ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থাকে দেউলিয়াত্বের রক্ষাকবচ বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়নের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

Profit sharing will be a safeguard against bankruptcies মুনাফায় অংশীদারত্ব ব্যবস্থা হচ্ছে দেউলিয়াত্বের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ (Siddiqui, 1985)।

খ. অর্থায়নে গ্রাহকদের উপর প্রভাব**ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থা ঋণখেলাপির সংখ্যা নিম্নতম পর্যায়ে নামিয়ে আনতে সক্ষম**

সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যাংক গ্রাহককে নগদ টাকা প্রদান করে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রাহক সেই ঋণের টাকা অলাভজনক (Unproductive) খাতে ব্যবহার করে। উপরন্তু চক্রবৃদ্ধি সুদের ফলে একসময় গ্রাহক দিশেহারা হয়ে যায় এবং উপায়ান্তর না পেয়ে ঋণখেলাপিতে পরিণত হয়। অন্যদিকে ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়নে গ্রাহক মূলধন ঘাটতি থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম হয়, যা প্রকৃতার্থে ঋণখেলাপির সংখ্যা

নিম্নতম পর্যায়ে আটকে রাখার ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এ প্রসঙ্গে তাকী উসমানী বলেন,

By operating on a system of profit and loss sharing in its evolved state, it insulates on the analogy that if the economies enter into recessionary or deflationary phases, the principles of profit and loss sharing minimizes defaults. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার নিজস্ব প্রবর্তিত রাষ্ট্রে লাভ-লোকসানে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে তাদের কার্যাবলী পরিচালনা করে; এভাবে ইসলামী অর্থনীতি যদি মন্দা বা মুদ্রা সংকোচনের মধ্যে নিপতিত হয় তাহলে সে অবস্থায় লাভ-লোকসানে অংশীদারি ব্যবস্থা ঋণখেলাপির সংখ্যা নিম্নতম পর্যায়ে নামিয়ে আনে (Usmānī 1999)।

ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থা ঋণগ্রহীতার বাহুল্য ব্যয় কমিয়ে দেয়

সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় ব্যাংক গ্রাহককে নগদ অর্থ প্রদান করায় এই অর্থ বাহুল্য কাজে ব্যয় হয় এবং অলাভজনক খাতে খরচ হয়ে যায়। কিন্তু অংশীদারত্বের ভিত্তিতে কারবার পরিচালিত হলে অর্থ ভিন্নখাতে ব্যবহৃত হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ঋণগ্রহীতা বাহুল্য কাজে ঋণের টাকা ব্যয় করার সুযোগ পায় না। তাকী উসমানী বলেন,

Given the prohibition of interest, no one will be agreeable to advance a loan...for unnecessary expenses of the borrower. সুদ নিষিদ্ধ হলে ঋণগ্রহীতার বাহুল্য ব্যয় বা অপ্রয়োজনীয় খরচ মেটানোর সুবিধার্থে কেউ সুদমুক্ত ঋণপ্রদানে আগ্রহী হবে না। এভাবে ঋণগ্রহণ করে বাহুল্য ব্যয় করার অবকাশ থাকবে না (Usmānī 1999)।

গ্রাহকের কারবার অংশীদারত্বের ওপর ভিত্তিশীল

ইক্যুইটিভিত্তিক কারবারে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয় পক্ষেরই অংশীদারত্ব থাকে। আর এই অংশীদারত্ব ব্যবসায় গতি আনে ও প্রবৃদ্ধির ধারা সচল করে তুলে। তাছাড়া এ পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগেও প্রচলিত ছিল। তিনি ইরশাদ করেন, হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন,

﴿أنا ثالث الشريكين، ما لم يَخُنْ أحدهما صاحبه. فإن خانه خرجت من بينهما﴾ দুই অংশীদারের মাঝে আমি তৃতীয় হই, যতক্ষণ তারা একে অন্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না করে। যখন বিশ্বাসঘাতকতা করে তখন আমি তাদের মধ্য থেকে সরে যাই (Abū Dā'ūd ND, 3376)।

সুতরাং বিশ্বস্ততার মাধ্যমে অংশীদারত্ব ভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থায় স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তৃতীয়জন হিসেবে বিরাজ করেন, যা ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর বহন করে। ড. রডনী উইলসন বলেছেন,

The basic principle of Islamic finance is participation. ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থার মৌলিক নীতি হচ্ছে অংশীদারত্বের ওপর ভিত্তিশীল (Wilson, 2015)।

ইক্যুইটিভিতিক অর্থায়ন ব্যবস্থায় লাভজনক প্রকল্পে সুদমুক্ত ঋণপ্রদানে কেউ আগ্রহী হবে না সুদমুক্ত ঋণকে আমরা কর্জে হাসানাহ বা উত্তম ঋণ বলে আখ্যায়িত করতে পারি। আর কোন বিনিময় ছাড়া ঋণ সাধারণত মানুষ বিপদগ্রস্ত বা ঋণগ্রস্ত কাউকেই দিয়ে থাকে। লাভজনক কোন কাজে বা প্রকল্পে কেউ সুদমুক্ত ঋণ দেবে না। সুতরাং ইক্যুইটিভিতিক অর্থায়ন ব্যবস্থায় লাভজনক প্রকল্পে সুদমুক্ত ঋণ না দেয়ার মাধ্যমে প্রকারান্তরে সুদেরই বিলুপ্তি ঘটবে। তাকী উসমানী বলেছেন,

Given the prohibition of interest, no one will be agreeable to advance a loan for his profitable projects. সুদ নিষিদ্ধ হলে তার কোন লাভজনক প্রকল্পের জন্য কেউ সুদমুক্ত ঋণপ্রদানে আগ্রহী হবে না (Usmānī 1999, 100)।

গ. দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব

ইক্যুইটিভিতিক অর্থায়ন ব্যবস্থা সমাজকে ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত রাখে ঋণমুক্ত জীবনযাপন করা বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ব্যক্তি থেকে শুরু করে সমাজ, রাষ্ট্র সবাই যেন ঋণের বেড়াজালে আবদ্ধ। সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে সুদের চক্রবৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক মন্দার কারণে ঋণের বোঝা বহুগুণে বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে ইক্যুইটিভিতিক অর্থায়ন ব্যবস্থায় অংশীদারত্বমূলক কারবারের ফলে একপক্ষীয় ঋণের বোঝা বৃদ্ধির সুযোগ থাকে না বরং সব পক্ষেরই লাভ-লোকসানে অংশীদারত্ব থাকে। তাই ইক্যুইটিভিতিক অর্থায়ন ব্যবস্থা সমাজকে ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত থাকতে সহযোগিতা করে। তাকী উসমানী বলেন,

By operating on a system of profit and loss sharing in its evolved state, it insulates the society from the debt-mountain. 'ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার নিজস্ব প্রবর্তিত রাষ্ট্রে লাভ-লোকসানে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে তাদের কার্যাবলী পরিচালনা করে; এভাবে ইসলামী ব্যাংক সমাজকে ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত রাখে (Usmānī 1999, 199)।

ইক্যুইটিভিতিক অর্থায়ন ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে পুঞ্জীভূত সুদের অশুভ পরিণাম থেকে নিরাপদ রাখে প্রচলিত সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণগ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন নির্বাহ করে থাকে যা রাষ্ট্রের জন্য পুঞ্জীভূত ঋণের বোঝা তৈরি করে। কিন্তু ইসলামী অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্র লাভ-লোকসানে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকে। ফলে অর্থনৈতিক মন্দাতেও পুঞ্জীভূত সুদের অশুভ পরিণাম থেকে রাষ্ট্র নিজেকে নিরাপদ রাখতে সক্ষম হয়। তাকী উসমানী বলেছেন,

... by operating on a system of profit and loss sharing in its evolved state, it insulates the society....on the analogy that if the economies enter into recessionary or deflationary phases, the principles of profit and loss sharing protects the states....from the evils of accumulation of interest.... ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার নিজস্ব প্রবর্তিত

রাষ্ট্রে লাভ-লোকসানে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে তাদের কার্যাবলী পরিচালনা করে; এভাবে অর্থনীতি যদি মন্দা বা মুদ্রা সংকোচনের মধ্যে নিপতিত হয় তাহলে সে অবস্থায় লাভ-লোকসানে অংশীদারী ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে পুঞ্জীভূত সুদের অশুভ পরিণাম থেকে নিরাপদ রাখে (Usmānī 1999, 199)।

ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থা সুসমন্বিত উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি বয়ে আনে

ইক্যুইটিভিতিক অর্থায়ন ব্যবস্থায় সম্পদের আবর্তন ও প্রবাহ অব্যাহত থাকে বলে সম্পদে সুসম বণ্টন ও সমৃদ্ধি সহজতর হয়। এ পদ্ধতির ফলে সম্পদে সাধারণ জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পরোক্ষভাবে সঞ্চয়ের ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত করে এবং পর্যায়ক্রমে সুসমন্বিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জিত হয় (Ibid, 199)।

ইক্যুইটিভিতিক অর্থায়ন ব্যবস্থা সম্পদ প্রবাহের ধারাকে সাধারণ মানুষের দিকে ঘুরিয়ে দেয় সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদের প্রবাহ থাকে সুদদাতার দিকে। সুদদাতা সুদগ্রহীতাকে শোষণের মাধ্যমে সমস্ত সম্পদ নিজের কাছে কুক্ষিগত করে রাখে। আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ অসম পন্থায় বণ্টিত হয়ে থাকে। কিন্তু অংশীদারত্বভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থা সুদের প্রকৃত বিকল্প হিসেবে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চয় করেছে। এ ব্যবস্থায় সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টন উভয়ের সঙ্গে অংশীদারগণ জড়িত থাকে। ফলে সম্পদের প্রবাহ একমুখী না হয়ে সাধারণ মানুষের দিকেও আবর্তিত হয়।

ইক্যুইটিভিতিক অর্থায়ন ব্যবস্থা সঞ্চয়কে উৎসাহিত করে

অনেকের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে সঞ্চয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সুদ আসলেই অর্থনীতির জন্যে অপরিহার্য নয়, সঞ্চয়ের জন্যে তো নয়ই। বরং তা অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। সুদনির্ভর পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্যতম পুরোধা বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ লর্ড জন মেনার্ড কেইস তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ The General Theory of Employment, Interest and Money-তে প্রমাণ করেছেন, সঞ্চয়ে সুদের কোন ভূমিকা নেই। সুদ বিদ্যমান না থাকলেও লোকে ব্যক্তিগত কারণেই অর্থ সঞ্চয় করবে। দুর্দিনের খরচ ও আকস্মিক বড় ধরনের ব্যয় মেটাবার প্রয়োজনেই তারা সঞ্চয় করে (Keynes, 1936)।

ইক্যুইটিভিতিক অর্থায়ন ব্যবস্থা লাভজনক প্রকল্পে মালিকানায় অংশীদারত্বের ভিত্তিতে গড়ে তুলে

সাধারণত যেকোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্যই বড় মূলধনের প্রয়োজন হয়, যা ঋণনির্ভর হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকল্পটি লাভজনক অবস্থায় নিয়ে যাওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। সুদের বোঝা বইতে বইতে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অর্জন করা হয়ে ওঠে না। পক্ষান্তরে ইক্যুইটিভিতিক অর্থায়ন ব্যবস্থায় ঋণের কোন ব্যাপার নেই।

অংশীদারত্বের ভিত্তিতে মূলধনের যোগান দিয়ে চুক্তি অনুযায়ী লভ্যাংশ পাওয়ার দ্বার উন্মোচিত হয়। তাকী উসমানী বলেন,

... given the prohibition of interest, the profitable ventures, on the other hand, will be designed on the basis of equitable participation. 'সুদ নিষিদ্ধ হলে লাভজনক প্রকল্প হলে তা মালিকানা অংশীদারত্বের ভিত্তিতেই গড়ে তোলা হবে (Usmānī 1999)।

সুদের প্রকৃত বিকল্প

পৃথিবীতে সম্পদ উপার্জনের যে পদ্ধতিগুলো চালু আছে তার অধিকাংশই সুদভিত্তিক। সুদী বিনিয়োগ পদ্ধতির সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো সুদভিত্তিক পদ্ধতিতে সম্পদের প্রবাহ থাকে উপরের দিকে। সম্পদশালীদের হাতেই ঘুরপাক খায় সম্পদ। আর দরিদ্ররা হতে থাকে ক্রমেই হতদরিদ্র। ইসলামে সুদের এ পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে ইকুইটিভিক ব্যবস্থা চালু আছে। সুদী পদ্ধতিতে সম্পদের অতি সামান্য অংশ ডিপোজিটরদের হাতে যায়। অংশীদারত্বের তাত্ত্বিক দিকটি হলো অংশীদারত্বের ভিত্তিতে পুঁজি বিনিয়োগ করা হলে মুনাফার একটি যৌক্তিক অংশ বিনিয়োগকারীদের হাতে যাবে। আর এ পদ্ধতিতে সম্পদের বণ্টন উপরের দিকে যাওয়ার পরিবর্তে নিচের দিকে আসবে। কাজেই ইসলাম সুদী বিনিয়োগ ব্যবস্থার যে সর্বোত্তম বিকল্প ব্যবস্থা উপস্থাপন করেছে সেটি হলো, ইকুইটিভিক বা অংশীদারত্বের অর্থায়ন ব্যবস্থা। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গঠিত Council of Islamic Ideology তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছে,

The true alternative to the interest is profit and loss sharing (PLS) based on Musharakah and Mudarabah. মুশারাকা ও মুদারাবা ভিত্তিক লাভ-লোকসানে অংশীদারী পদ্ধতিই হচ্ছে সুদের প্রকৃত বিকল্প (Usmānī 1999, 190)।

ব্যবসার লাভ-লোকসানের অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠা

ব্যবসায় লাভ-লোকসানের অংশীদারত্ব যথাযথভাবে পরিপালন করা হলে সব পক্ষের তথা ব্যাংক, আমানতকারীদের আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অবধারিত হয়ে পড়ে। ইসলামী অর্থনীতিবিদরা মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতির অর্থায়ন ব্যবস্থাকে সুদের বিপরীতে সর্বোত্তম বিকল্প বলে আখ্যায়িত করেন, যা ইকুইটিভিক আর্থিক ব্যবস্থার আবশ্যিকতাকেই প্রমাণ করে। The Economist পত্রিকায় প্রকাশিত Islam and the West : A Survey নামক এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে,

Mudaraba and Musharaka are two such financial instruments based on the profit-and-loss sharing system, where instead of lending money to an entrepreneur at a fixed rate of return, the financier shares in the ventures profits and losses. মুদারাবা ও মুশারাকা হচ্ছে এমন দুধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতি, যেখানে নির্দিষ্ট একটি হারে ঋণ দেয়ার পরিবর্তে উদ্যোক্তার লাভ ও ক্ষতি ভাগ করে নেয়া হয় (The Economist 2001, 9-10)

ইকুইটিভিক আর্থিক ব্যবস্থার সুফলসমূহ

ঋণনির্ভর এবং সুদভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থাকে রূপান্তর করে লাভ-লোকসানে অংশীদারত্বভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থা যাকে ইকুইটিভিক অর্থায়ন ব্যবস্থা নামে অভিহিত করা হয়, এই রূপান্তরের ফলে কি ধরনের সুফল পাওয়া যাবে- এ সম্পর্কে অত্যন্ত বাস্তব ও সুদক্ষ আলোচনা করেছেন জন টমলিনসন, যিনি ব্যাংকিং ও অর্থায়ন বিশেষজ্ঞ। এই রূপান্তরের সুফল সম্পর্কে জন টমলিনসন তাঁর লেখা সুবিখ্যাত গ্রন্থ Honest Money নামক গ্রন্থে যে সকল সুফল এর কথা উল্লেখ করেছেন আমরা নিম্নে তুলে ধরছি :

- ব্যাংকিং ও আর্থিক ব্যবস্থা বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষাই পাবে কেবল তাই নয়; বরং ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের ঝুঁকি থেকেও মুক্ত থাকবে।
- ব্যাংকের ব্যালেন্সশিট থেকে দেনা অপসারিত হবে এবং তদস্থলে সুনির্দিষ্ট মূল্যের সম্পদ বা পাওনা প্রতিস্থাপিত হবে; ফলে ব্যাংকের মালিকগণ তাদের শেয়ারের মূল্যের বিপরীতে সমমূল্যের সম্পদের সমর্থন লাভ করবে।
- প্রত্যেক আমানতকারী তার জমাকৃত সকল অর্থ তুলে নিতে পারবে।
- ব্যাংকের চলতি হিসাব অথবা চেকিং হিসাবে (সঞ্চয়ী)সেবার চাহিদা হ্রাস পাবে না। দীর্ঘ মেয়াদী আমানতকারীগণ তাদের অর্থ সংরক্ষণ ও হেফাজত করার জন্য ব্যাংককে সার্ভিস চার্জ দিতে বাধ্য হবে।
- আমানত বিনিময়ের তুলনায় কম আকর্ষণীয় হয়ে পড়বে।
- ব্যাংক থেকে বাজার, বাজার থেকে ব্যাংক এবং এক হিসাব থেকে আরেক হিসাবে অর্থের আবর্তন গতি বৃদ্ধি পাবে।
- নতুন নতুন ইকুইটি বিনিয়োগের জন্য অর্থ প্রবাহের বিরামহীন গতি সৃষ্টি হবে।
- ঋণকে ইকুইটিতে রূপান্তর করার ফলে অর্থের মূল্যে স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে।
- সঞ্চয়িত অর্থ এর মূল্যমান ধরে রাখতে সক্ষম হবে।
- পণ্যসামগ্রীর দাম কেবল এর যোগান ও চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত হবে।
- পণ্য দামের হ্রাস-বৃদ্ধি স্বাভাবিক চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত পণ্য-দামের উঠা-নামা পর্যন্ত সীমিত থাকবে।
- ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোক কর্তৃক নিরূপিত বিনিময় মূল্যের মধ্যে ন্যায় সঙ্গতভাবে তুলনা করা সম্ভব হবে।
- কোন বিনিয়োগকারী যখন তার বিনিয়োগকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য দশ, পনেরো বা বিশ বছর সময় নেয়, তখন স্বাভাবিক ভাবে সে বিনিয়োগকে সুস্থ-সাবলীল ও উত্তম বিনিয়োগ বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু বর্তমানে এ জন্য ব্যাংকগুলো বড় জোর পাঁচ বছর, এমনকি তিন বছর পর্যন্ত সময় দেয়।

বিনিয়োগ ক্ষেত্রে এরূপ স্বল্প মেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বহু উপকারী ও প্রয়োজনীয় কারবার জন্মই নিতে পারে না; তার আগেই বাদ পড়ে যায়।

- স্থিতিশীল অর্থের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ইক্যুইটি বিনিয়োগ কর্মসূচির অধীনে প্রয়োজনীয় সিকিউরিটির ওপর আরোপিত যথার্থ গুরুত্ব জনগণকে দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করবে।
- টেকসই ও লাভজনক বিবেচিত হওয়ায় কারবারের সংখ্যা অধিক হারে সম্প্রসারিত হবে এবং নাটকীয়ভাবে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।
- বর্তমানে সঞ্চয়কারীগণও নিরাপত্তা লাভ করবে।
- ঋণকে ইক্যুইটিতে রূপান্তর করার ফলে কোন একক ব্যাংক যেমন বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবে, তেমনি রক্ষা পাবে গোটা ব্যাংকব্যবস্থাও। সঞ্চয় বন্ধ হবে না; কেবল সঞ্চয়ের প্রকৃতি বদলে যাবে।
- বিদ্যমান ব্যবস্থায় সঞ্চয় হচ্ছে অর্থের এক একটি এককমাত্র; পরিবর্তিত ব্যবস্থায় সঞ্চয় হবে একই সঙ্গে অর্থের একক এবং শেয়ারের একক।
- অর্থ ও শেয়ার উভয়ের মূল্য পুনর্নির্ধারণ করতে হবে; কিন্তু এদের মূল্য অবশ্যই বহাল থাকবে।
- প্রস্তাবিত ব্যবস্থা ঋণের দাসত্ব থেকেও অনেককেই মুক্ত করবে। জাতি ব্যক্তি উভয়ই তাদের হারানো মর্যাদা আবার ফিরে পাবে।
- বিদ্যমান ব্যবস্থায় সুদ দিলে কিছু লোক কর্ম হারা হয়, আর সুদ না দিলে সব লোক বেকার হয়। ম্যানেজারদের সামনে এ দুটিমাত্র পথই খোলা আছে। তাদেরকে এর যে কোন একটি অবশ্যই বাছাই করে নিতে হয়। কিন্তু প্রস্তাবিত ইক্যুইটি ব্যবস্থায় ম্যানেজারদের পছন্দ কেবল এই দুই অবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে না।
- প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় প্রচলিত ব্যবস্থার ন্যায় ধারাবাহিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চক্রের সৃষ্টি যতনা আর ভোগ করতে হবে না।
- সঞ্চয়কারী, নির্দিষ্ট আয়কারী ও দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তিতে আবদ্ধ জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে অর্থ অতি সংগোপনে এবং সবার অলক্ষ্যে যে চুরি করে তার অবসান ঘটবে (Tomlinson 1993, 115-118)।

ইক্যুইটিভিত্তিক ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থার বিস্তৃতি

ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থা থেকে ইক্যুইটিভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থা সমগ্র বিশ্বব্যাপী ধীরে ধীরে পুনরুত্থিত হচ্ছে। এর অর্থ এক সময় অর্থাৎ ইসলামের সোনালী যুগে ইক্যুইটিভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থারই অস্তিত্ব ও প্রচলন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলামের সেই শ্রেষ্ঠ যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থারও অবসান ঘটেছে। কিন্তু বর্তমান পুঁজিবাদী আর্থিক ব্যবস্থার চরম অবিচার ও যুলুম বিশ্ব মানবতাকে ক্ষত

বিক্ষত করে দিয়েছে, যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীকস্বরূপ সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার উত্থান ঘটেছিল। কিন্তু সমাজতন্ত্রের ততোধিক ভয়াবহ এবং অমানবিক ও মানব চরিত্রের বিপরীত রূপ ৭০ বছরের ব্যবধানে এই আর্থিক ব্যবস্থা বিশ্ব থেকে চিরবিদায় নিয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে বিশ্ব সমাজের মানুষের সামনে ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও তার শ্রেষ্ঠতম মানবিক ও বাস্তবধর্মী আর্থিক ও অর্থায়ন পদ্ধতি ছাড়া আর কোন ব্যবস্থার অস্তিত্ব বিরাজমান নেই। এরূপ প্রেক্ষাপটেই বিশ্বব্যাপী ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থা ও তার অর্থায়ন পদ্ধতির পুনরুত্থান ঘটছে। ‘ফিলিপ মুর’ ইসলামী ফাইন্যান্স বিষয়ে সম্প্রতি পরিচালিত তাঁর এক গবেষণায় মন্তব্য করেছেন,

The resurgence in Islamic finance worldwide is seen by some simply as a reflection of the global economics discernible transition from bond-based to equity-based finance. বিশ্বব্যাপী ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থা থেকে ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থার পুনরুত্থান বিশ্ব অর্থনীতিতে বহুভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থা থেকে ইক্যুইটিভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থায় রূপান্তরেরই প্রতিফলনমাত্র- কেউ কেউ বিষয়টিকে এভাবেই দেখছেন (Moore 1997, 73)।

ফিলিপ মুর আরো মন্তব্য করেছেন,

Although this long term shifts from a bond-based to an equity-based financial system accords in many respects with Islamic economic principles, it is a trend which is by no means confined to the Islamic world and which is increasingly being championed globally. সুদভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থা থেকে ইক্যুইটিভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থায় রূপান্তরের এই দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়া যদিও বহুদিক থেকে ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিমালার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, তবু এ প্রবণতা কেবল ইসলামী দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ নেই; বরং তা ক্রমবর্ধমান হারে সারা বিশ্বে বিস্তৃত হয়ে চলেছে (Moore 1997, 73)।

জন টমলিনসন এর ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়ন সমাধানের ব্যাপারে ‘মাইকেল রবোথম’ বলেন, ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়ন পদ্ধতি একটি উন্নত মানসম্পন্ন পদ্ধতি। কারণ এ পদ্ধতির অর্থায়ন ব্যবস্থায় ঋণগ্রহীতা ও আমানতকারীদের প্রতি কোন প্রকার যুলুম হয় না এবং এই পদ্ধতির অর্থায়ন মানুষের অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী উৎপাদনে ও কারবারকে বাস্তব অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত রাখে। এতে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদা পূরণ হয় এবং সমাজ ও অর্থায়ন ব্যবস্থা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়। এই কারণে মাইকেল রবোথম জন টমলিনসনের সমাধানের ব্যাপারে বলেছেন,

Presents a powerful case against the debt-based money system; his solution is highly creative and shows the scope for thought outside the normal parameters of monetary reform. ঋণভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থার

বিরুদ্ধে তার উপস্থাপনা অত্যন্ত জোরালো ও বলিষ্ঠ। তার পেশকৃত সমাধান অতি উন্নতমানের ও গঠনমূলক। আর্থিক সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রচলিত সাধারণ মানদণ্ডের বাইরেও এতে চিন্তা করা হয়েছে (Rowbotham 1998, 330)।

আব্বাস মিরাকোর ও মোহসিন এইচ খান তাদের লেখা গবেষণাপত্র Theoretical Industreis in Islamic Banking and Finance-এ দেখিয়েছেন, বিনিয়োগ আমানতের (investment deposits) এই পদ্ধতি ইকুইটিভিত্তিক পদ্ধতিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রণীত প্রস্তাবনার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বার বার এগুলো উত্থাপিত হয়েছে। Monetary management in an Islamic economy নামক এক গবেষণাপত্রে Mohsin S Khan and Abbas Mirakhor বলেন,

As shown in a recent paper by this system of investment deposits is quite closely related to proposals aimed at transforming the traditional banking system to an equity basis made frequently in a number of countries, including the United States. সম্প্রতি একটি গবেষণায় দেখা গেছে, এ ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতিটি ঐ ধরনের বিনিয়োগ প্রস্তাবনার সঙ্গে খুবই গভীরভাবে সম্পর্কিত,যেখানে প্রথাগত ব্যাংকিং পদ্ধতিকে একটি ইকুইটিভিত্তিক ব্যাংকিং পদ্ধতিতে রূপায়ণ করার প্রয়াস চলছে। যুক্তরাষ্ট্র সহ বিভিন্ন দেশে এ ধরনের পদ্ধতি দেখা যাচ্ছে (Khan and Mirakhor 1994)।

এ সম্পর্কে তাকী উসমানী বলেছেন,

Thus, the equity-based banking is not something proposed by the Islamic circles alone. It is being suggested also by some non-Muslim economists on purely economic grounds. ইকুইটিভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থার প্রস্তাবনা কেবল ইসলামী মহলেই করা হয়েছে ব্যাপার আসলে তা নয়; বরং কতিপয় অ-মুসলিম অর্থনীতিবিদও নিখাদ অর্থনৈতিক যুক্তির ভিত্তিতে এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরামর্শ দিয়েছেন (Usmānī 1999, 133)।

বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকগুলোতে ইকুইটিভিত্তিক অর্থায়নের পরিমাণ

যদিও ইকুইটিভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থায় ইসলামী অর্থনীতিতে অন্যতম আদর্শ বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত, তারপরেও বিশ্বব্যাপী এর প্রাকটিস খুবই কম। বিশ্বব্যাপী ইসলামিক ফাইন্যান্সে মোট বিনিয়োগের মাত্র .০৫% ইকুইটিভিত্তিক অর্থায়ন পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা হয় (Chong and Liu, 2009)। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর পথচলা প্রায় ৪৮ বছর পেরিয়েছে। বরাবরের মত বাংলাদেশেও ইকুইটিভিত্তিক অর্থায়ন পদ্ধতিতে বিনিয়োগের পরিমাণ খুবই কম। ইকুইটি ফাইন্যান্সে বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো সবচেয়ে কম (২%) বিনিয়োগ করে থাকে (Nabi and Islam 2015)। অন্যান্য দেশের তুলনায় ইন্দোনেশিয়ার

ব্যাংকগুলো ইকুইটিভিত্তিক অর্থায়ন পদ্ধতিতে সর্বাধিক বিনিয়োগ করে থাকে। ইন্দোনেশিয়ার ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের মোট বিনিয়োগের ৩০% ইকুইটিভিত্তিক অর্থায়ন পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে (Abedifer 2013)।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২০ সালের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) সময়কালে কার্যরত ৮টি পূর্ণ ইসলামী ব্যাংকের ইকুইটিভিত্তিক অর্থায়নের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ :

প্রতিবেদনের সময়কাল	: জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০
মোট বিনিয়োগে মুশারাকার অংশ	: ১.১৬%
মোট বিনিয়োগে মুদারাবার অংশ	: ০.৩২%
মোট বিনিয়োগে ইকুইটির অংশ	: ১.৪৮%

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ইকুইটিভিত্তিক অর্থায়ন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০) ঋণনির্ভর অর্থায়ন ব্যবস্থাকে ইকুইটিভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থায় রূপান্তর প্রক্রিয়ায় জটিলতা ঋণভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থা থেকে ইকুইটিভিত্তিক অর্থায়নে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় নানা ধরনের ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে। নতুন পথে যাত্রায় ভুল-ভ্রান্তি হওয়াটাই স্বাভাবিক। আর সকল ভুল-ভ্রান্তির ঝুঁকি নিয়ে এবং ভুল সংশোধন করেই সামনে এগিয়ে যেতে হবে। এরূপ ভুল-ভ্রান্তির আশংকা ব্যক্ত করে উক্ত রূপান্তর প্রক্রিয়ার বিষয়ে জন টমলিনসন বলেছেন,

Many mistakes will be made. When new paths are trodden, the way is sometimes uncertain. Some will be harts-pressed when the actual exchange value of their investments becomes apparent. ঋণভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থা থেকে ইকুইটিভিত্তিক অর্থায়নে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় অনেক ভুল-ভ্রান্তি হবে, নতুন পথে যাত্রায় কখনও কখনও অনিশ্চয়তার অন্ধকারে পথ ঢাকাও থাকতে পারে। নবতর ব্যবস্থায় রূপান্তরের পর বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের প্রকৃত বিনিময় মূল্য যখন স্থিরীকৃত হবে তখন কেউ কেউ ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে-একথা ঠিক (Tomlinson 1993, 115-118)।

ইকুইটিভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থার ঝুঁকিসমূহ

বিনিয়োগ গ্রহীতা কর্তৃক ব্যবসায় কোনো লাভ হয়নি বলে অসত্য তথ্য প্রদান ও অসততা প্রদর্শন করার কারণে অর্থায়নকালে প্রাক্কলিত বা সম্ভাব্য মুনাফা থেকে ব্যাংক বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা এবং গ্রাহক কর্তৃক ব্যবসায় লোকসান হয়েছে বলে দাবী করার কারণে মূলধন ফেরত না পাওয়ার ঝুঁকি থাকে, এর ফলে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান ও আমানতকারীগণ লোকসানের মুখোমুখি এবং জাতীয় উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। তাকী উসমানী তার বক্তব্যে নিম্নোক্ত অভিযোগসমূহ উল্লেখ করেছেন,

The arrangement of Musharaka is more likely to pass on loss of the business to the financier bank or institution. This loss will be

passed on to depositors als Risk of Transactions outside of the Banking Channels, thus their savings will be used in transactions outside the banking channels. Risk of not to Contribute to the Economic Development at National Level. মুশারাকা ব্যবস্থায় কারবারে লোকসান দেখিয়ে তা অর্থ যোগানদাতা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার আশংকা রয়েছে। অতঃপর এই লোকসানের ভার আমানতকারীদের ওপরও বর্তাবে। সম্পদ ব্যাংকিং খাতের বাইরে চলে যাবার ঝুঁকি তৈরি হয়। ব্যাংকিং খাতের বাইরে অন্য কোন পথে তা লেনদেন করার অবস্থা তৈরি হয়। ফলে আমানতকারীদের অর্থ জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখে না (Usmānī 1999, 210)।

অতঃপর তিনি উল্লিখিত যুক্তিগুলোর জবাবে বলেছেন- এ যুক্তিগুলো বিভ্রান্তিকর, ব্যাংকগুলো সকল আবেদনকারীকেই ঋণ দেয় না। প্রথমেই তারা গ্রাহকের আর্থিক অবস্থা দেখে এবং এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় খোঁজখবর নেয়। তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে তারা প্রস্তাবিত কারবারের সুষ্ঠু সম্ভাবনা সম্পর্কেও গভীরভাবে পরীক্ষা করে থাকে। অতঃপর যদি দেখা যায় যে, কারবারটি লাভজনক হবে না, তাহলে তারা ঋণ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। মুশারাকার ভিত্তিতে অর্থ যোগান দেওয়ার পূর্বে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থ যোগান দেয়ার জন্য প্রস্তাবিত কারবারের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখবে। মুশারাকা কারবারের ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে আরও ব্যাপক, গভীর এবং অধিকতর সতর্কতার সঙ্গে এসব বিষয়ে স্টাডি করতে হবে (Usmānī 1999, 211)।

তিনি আরও বলেন,

ধরুন, কোন ব্যাংক যদি অর্থ বিনিয়োগ করার পূর্বেই প্রতিটি বিনিয়োগ প্রস্তাবের সম্ভাব্যতা স্টাডি করার পর ১০০ গ্রাহকের সঙ্গে ১০০টি কারবারে মুশারাকা ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে, তাহলে এ সবগুলো কারবার একসঙ্গে লোকসানের সন্মুখীন হবে এটা স্বাভাবিক নয়, কিংবা এর বেশীর ভাগ কারবারেই একসঙ্গে লোকসানের সন্মুখীন হবে এটা স্বাভাবিক নয়, যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ এবং যথার্থ সতর্কতা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে বড় জোর গুটি কয়েক কারবারে লোকসান হয়ে যেতে পারে। অপরদিকে যেসব মুশারাকা লাভজনক হবে সেসব কারবারে পাণ্ড লাভ সুদী ঋণ থেকে লব্ধ আয়ের চেয়ে বেশী হবে বলে আশা করা যায়। আর যেহেতু এই অধিক মুনাফা ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে ভাগাভাগি হবে, তাই উভয়ের আয়ই সুদী ব্যবস্থার তুলনায় বেশী হবে। সুতরাং সামগ্রিকভাবে মুশারাকা বিনিয়োগে লোকসান হবে না এটা ধরে নেয়া যায় (Usmānī 1999, 212)।

অসততার যুক্তি প্রসঙ্গে

অসততার যুক্তি প্রসঙ্গে তাকী উসমানী বলেন, অসৎ গ্রাহকরা অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে লাভের অংশ প্রদান এড়িয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিতে পারে, অসৎ গ্রাহকরা মুশারাকা পদ্ধতির সুযোগের অসৎ ব্যবহার করতে পারে এবং অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে লাভের অংশ প্রদান করা থেকে এড়িয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিতে

পারে। এরা কারবারে লোকসান হয়েছে বলেও দাবী করতে পারে; আর এরূপ অবস্থায় লাভের অংশ পাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না বরং পুরো আসলও ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হবে। উপরোক্ত আশঙ্কা যথার্থ, এতে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে, গোটা সমাজ যেখানে দুর্নীতির ব্যাধিতে সংক্রমিত হয়ে আছে এবং দুর্নীতি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে, সেখানে এ আশংকা আরোও অধিক। এটি নিঃসন্দেহে একটি সমস্যা। সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে ঋণখেলাপি গ্রাহকেরা সর্বদাই ঋণজনিত সমস্যা সৃষ্টি করছে। সুতরাং একে মুশারাকা পদ্ধতি প্রত্যাখান করার যুক্তি বা ওজর বানানো উচিত নয় (Usmānī 1999, 217)।

ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থার ঝুঁকিসমূহ উত্তরণের পথ ও প্রক্রিয়া

ঋণনির্ভর সুদভিত্তিক ব্যবস্থা থেকে ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থায় অর্থ বিনিয়োগ করলে প্রাথমিকভাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও আমানতদারগণ ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে। এই সমস্যার সমাধানকল্পে তাকী উসমানী বলেন, এ সমস্যার সমাধান তত দুরূহ নয় যতটা দুরূহ বলে মনে করা হয় বা অতিরঞ্জিত করা হয়। দেশের সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং গোটা আর্থিক ব্যবস্থা যদি ইসলামী পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় এবং এর পেছনে যদি সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সমর্থন থাকে, তাহলে অসততার এ সমস্যা উত্তরণ কঠিন হবে না। যথার্থ অর্থে এবং পূর্ণাঙ্গরূপে ক্রেডিট রেটিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। প্রত্যেক কোম্পানি বা সংস্থা যাতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে ক্রেডিট রেটিং করাতে আইনত বাধ্য হয় সে জন্য যথোপযুক্ত আইন প্রণয়ন করতে হবে।

সমসাময়িক কতিপয় স্কলারও পরামর্শ দিয়েছেন যে, কেবল মোট উদ্বৃত্তের ভিত্তিতে মুনাফা হিসাব নিরূপণ করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থায় মতবিরোধ কম হবে এবং অপব্যবহার ও দুর্নীতি হ্রাস করা সম্ভব হবে। এরপরও যদি কোন গ্রাহকের মধ্যে অসদাচরণ, অসততা অথবা অবহেলা পাওয়া যায় এবং তা যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয় তাহলে এমন গ্রাহকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ ধরনের গ্রাহক যাতে দেশের কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কোন আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কমপক্ষে, কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে হলেও এ ব্যবস্থা নিতেই হবে। যেমন টমলিনসন মনে করেন,

ঋণ থেকে ইক্যুটিতে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় ক্ষতির প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, কেননা নতুন ব্যবস্থায় রূপান্তরের পর বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের প্রকৃত বিনিময় মূল্য যখন স্থিরীকৃত হবে তখন কেউ কেউ ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে-একথা ঠিক। তবে রূপান্তর প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব; কিন্তু প্রচলিত ব্যবস্থায় যে বিপর্যয় ঘটে তা নিয়ন্ত্রণ করা একেবারে অসম্ভব। রূপান্তর প্রক্রিয়ায় যারা অস্বাভাবিক ক্ষতির মধ্যে পড়বে আমাদের উচিত তাদের চিহ্নিত করা এবং তাদের দুর্দশা লাঘবের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা (Tomlinson 1993, 115-118)।

ভবিষ্যৎ নীতিকৌশল ও সুপারিশ

ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থার চূড়ান্ত রূপ ও শ্রেষ্ঠত্ব হলো ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়ন বা মুশারাকা এবং মুদারাবা পদ্ধতির আর্থিক ব্যবস্থা অনুশীলন। কিন্তু ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়নে বা মুশারাকা এবং মুদারাবা পদ্ধতির অর্থায়ন ব্যবস্থায় মূলধন পুঁজির নিশ্চয়তা প্রদান বা গ্রহণ ইসলামী শরীআহ অনুযায়ী বৈধ নয়। এমতাবস্থায় শরীআহভিত্তিক অর্থায়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়ে ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থার প্রায়োগিক শ্রেষ্ঠত্ব (Empirical Superiority) প্রমাণ করা ইসলামী ব্যাংকগুলোর পক্ষে এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়ে উঠেনি। উক্ত পরিস্থিতিতে ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি, শরীআহ আইন এবং ইসলামী শরীআহ আইনের ফিকহুল মুয়ামালাত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আলেম এবং ইসলামী ব্যাংকিং বিশেষজ্ঞ ও গবেষকবৃন্দ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে আসতে পারেন :

প্রথমত : ঘোষিত মূলনীতিতে কিছুটা ছাড় দেয়া, বর্তমান পৃথিবীর মানুষের চারিত্রিক ও সততার মান বিবেচনায় নিয়ে সাদুয় যারাঙ্গ হিসেবে ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়নে পুঁজির কোনরূপ বিকল্প গ্যারান্টির প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা যায় কিনা তা বিবেচনা করা;

দ্বিতীয়ত : পুঁজি এবং ঘোষিত সম্ভাব্য প্রফিট এর ক্ষেত্রে একটি সার্কিট ব্রেকার প্রদান করা, যাতে উল্লেখ থাকবে যে, পূর্ব ঘোষিত সম্ভাব্য প্রফিট যদি ১০% কম হয় তাহলে ঐ পরিমাণ প্রফিট কম গ্রহণ করতে ব্যাংকের কোনো আপত্তি থাকবে না, আর যদি প্রফিট ১০% বেশী হয় তাহলে তা বিনিয়োগ গ্রহীতা ঐ পরিমাণ অতিরিক্ত প্রফিট ব্যাংককে প্রদান করতে তার কোনো আপত্তি থাকবে না;

তৃতীয়ত : পরিবর্তিত ও আধুনিক বিশ্বে কারবারে ঝুঁকি কমিয়ে আনার বহু রকম পদ্ধতি বিরাজমান আছে। সে ক্ষেত্রে মুশারাকা এবং মুদারাবা অর্থায়নে অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি কমিয়ে আনার নিমিত্তে কোন ধরনের পদ্ধতি প্রয়োজ্য এবং কোন ধরনের পদ্ধতি ইসলামী শরীআহর নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তা বিবেচনা করে দেখা এবং যথাস্থানে তা প্রয়োগ করার প্রক্রিয়া প্রণয়ন করা। অধিকন্তু কোনটি ইসলামী শরীআহর ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে মূলধনকে কিছুটা ঝুঁকি মুক্ত করতে সক্ষম এবং তা ইসলামী শরীআহর নীতিমালারও বিরোধী হবে না তা নির্ধারণ করা;

চতুর্থত : ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়ন থেকে সাধারণ অর্থায়ন অপেক্ষা কিছুটা বেশি লাভ পাওয়া যাবে বলে বিশেষজ্ঞগণ একমত। এমতাবস্থায় ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়ন থেকে প্রাপ্ত লাভের একটি অংশ দ্বারা রিস্ক ফান্ড গঠন করা, যাতে অপ্রত্যাশিত এবং প্রাকৃতিক কোনো লস বা ক্ষতি সংগঠিত হলে তা উক্ত ফান্ড দ্বারা পূরণ করা যেতে পারে।

উপসংহার

ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতির মৌলিক রূপ বা মৌল চরিত্র হচ্ছে লাভ-লোকসানে অংশীদারত্ব ভিত্তিক অর্থায়ন এবং সকল আর্থিক ও অর্থায়নের বিপরীতে সম্পদের

অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা। ঋণগ্রহীতাকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে নিজের দায়িত্ব শেষ করা অথবা নিজের লাভ নিশ্চিত করা ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতির মৌলিক রূপ নয়। বরং ঋণগ্রহীতার ব্যবসায়িক কার্যাবলিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে কারবারের লাভ এবং লোকসানে অংশগ্রহণ করত অর্জিত আয়কে বৈধতা প্রদান করা। এই অর্থায়ন ব্যবস্থার আরো বৈশিষ্ট্য হলো ব্যবসায়ীকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে ব্যবসায়িক কার্যাবলি পরিচালিত করতে উদ্বুদ্ধ করা। এতে একজন ব্যবসায়ী তার প্রতি অবিচার ও যুলুমের ভয় মুক্ত হয়ে নিজের মেধা ও যোগ্যতার সবটুকু নিয়োজিত করতে পারে এবং প্রকৃত কোনো লসের সম্মুখীন হলে তার উপর ঋণের ভয়াবহ বোঝা বহনের অমানবিক ও অযৌক্তিক মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। ইসলামী অর্থায়নের এই পদ্ধতি ব্যক্তি ব্যবসায়ী বা ঋণ গ্রহীতাকে একজন উন্নত চরিত্রের বিশ্বস্ত মানুষে পরিণত হতে সাহায্য করে, এতে তার দুনিয়ার কল্যাণ যেমন সাধিত হয় তেমনি মুসলিম হলে তার পরকালীন জীবনকেও সফল করে তোলে। আর অমুসলিম হলে তিনি দুনিয়াতে ভাল ও উত্তম মানুষ হিসেবে পরিচিত হবেন, যার দ্বারা সমাজ উপকৃত হবে। সর্বোপরি ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থাতেই বিনিয়োগকারীর সম্পদ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও মূলধন ঝুঁকি থেকে অনেকাংশেই মুক্ত থাকবে। ইদানীংকালে ঋণনির্ভর অর্থায়ন ব্যবস্থায় অনেক বিনিয়োগকারী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেওলিয়াতের স্বীকার হচ্ছে। ফলে ব্যবসায় বিনিয়োগ কমছে, বেকারত্বের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে এবং জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগতি বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। কেননা উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে, ঋণনির্ভর সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা বিনিয়োগকারীর মূলধনের নিরাপত্তা প্রদান করতে পারে না, বরং মুশারাকা-মুদারাবা-ইজারা ভিত্তিক অর্থায়ন পদ্ধতিই বিনিয়োগকৃত মূলধনের যথার্থ নিরাপত্তা দিতে সক্ষম।

Bibliography

- AAOIFI, Mudaraba. *Shariah Standard*:13..P-370, Issue-2002. Bahrain.
- AAOIFI, Sharikah (Musharakah) and Modern Corporation. *Shariah Standard*:12, P-326, Issue-2002, Bahrain.
- Abedifer, Pejman; Molyneux, Philip & Tarazi, Amine. *Risk in Islamic Banking*. Review of Finance. Vol-7, No-62013.
- Abū Dā'ūd, Sulaymān ibn al-Ash'ath ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī. ND. *Sunan*. Bairut: Al-Maktaba al-Asriyyah.
- Al-Marghīnānī, Abū al-Hasan Burhān al-Dīn 'Ali ibn Abu Bakr ibn 'Abd al-Jalīl al-Farghānī. 2000. *Al-Hidāyah Sharh Bidāyat al-Mubtadī*. Beirut: Dār Ihyā al-Turāth al-'Arabī.
- Al-Atasī, Muḥammad Khālīd Al-Atasī. ND. *Sharḥ al-Mazallah*. Egypt: Dār Ihyā al-Turāth al-'Arabī.

Banton, Caroline. Investopedia. Jul 1, 2020.

Chong, Beng Soon & Liu, Ming-Hua. *Islamic Banking: Interest-Free or Interest-Based?* Pacific-Basin Finance Journal.Vol-17, No-1, 2009.

IBBL, Applicable Rules, Account Opening Form, Page-7, Islami Bank Bangladesh Limited.

Keynes, John Maynard.*The General Theory of Employment, Interest and Money*.1936. Macmillan Cambridge University Press, for Royal Economic Society in 1936,;

Khan & Mirakhor, Mohsin & Khan And Abbas Mirakhor. *Monetary Management in an Islamic Economy*. Journal of King Abdul aziz University: Islamic Economics.Volu-6. 1994.

Kuligowski, Keily. The Difference Between Debt and Equity Financing.Business News Daily,19 december,2019.

Moore, Philip. *Islamic Finance: A Partnership for Growth*. Euro money Publishers, 1997,

Nabi and Islam,Md Golzare and Md Aminul, *Islamic Banking in Bangladesh:Current Status,Challenges and Policy Options*,2015.

Rowbotham, Michael. *The Grip of Death: A Study of Modern Money, debt slavery and destructive economics*, Jon Carpenter 1998.

Siddiqui, Nejatullah, *Partnership and profit-sharing in Islamic law* (1985). Islamic Foundation (Great Britain). July 1, 1985.

The Economist. *Islam and the West: A Survey, The Cash-Flow of God*. 6 August, 1994.

Tomlinson, John. *Honest Money: A Challenge to Banking*, Helix Edition Ltd. 1993.

Usmānī, Muhammad Taqī. *The Text of the Historic Judgment on Riba (Interest)*. 23 December, 1999, Idaratul-Ma'ārif, Karachi, Pakistan, 1999

Usmānī, Muhammad Taqī. *The Text of the Historic Judgment on Riba (Interest)*. 23 December, 1999, Idaratul-Ma'ārif, Karachi, Pakistan, 2000

Wilson, Rodney. *Islam and Economic Policy: An Introduction*, Edinburgh University Press; 1st edition (May 15, 2015).